ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

water.org®

"বর্জ্যের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে স্যানিটেশন"

"হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক হই"

জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও হাত ধোয়া দিবস ২০২২

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও এর প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব উন্নত টয়লেট নির্মাণ ও এর ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাই স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য। মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাদেশে স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬.২ এর লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। আমাদের সরকার দেশের সবার জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়েছে।

জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অন্যতম একটি পূর্বশর্ত হলো- উন্নত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা। এজন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১০ সালের ২৮ জুলাই পানি ও স্যানিটেশনকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করে। দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঙ্খিত উন্নয়ন করতে হলে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দেশব্যাপী স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয়ভাবে প্রচারাভিযানের জন্য অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে ধারাবাহিকভাবে দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ বছর জাতীয় স্যানিটেশন মাসের মূল প্রতিপাদ্য হলো, "বর্জের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে টেকসই স্যানিটেশন"। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বর্জ্য পরিশোধন বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

আমরা জানি, পানি ও বিভিন্ন ধরণের জিনিস বা দ্রব্য ব্যবহারের পর যা কিছু অপ্রয়োজনীয় থাকে তাইই বর্জ্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন ও বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনের কারণে বিভিন্ন বর্জ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। বর্জ্য পদার্থ সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- কঠিন বর্জ্য, তরল বর্জ্য ও গ্যাসীয় বর্জ্য। কঠিন বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে ময়লা আবর্জনা, ফলমূল সবজির খোসা, মানুষ ও অন্য প্রাণীর মলমূত্র, কলকারখানার বর্জ ইত্যাদি। তরল বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহারের পর সৃষ্ট ময়লা পানি, কলকারখানার নিষ্কাশিত ময়লা পানি ইত্যাদি। গ্যাস রূপে নির্গত দূষিত বর্জ্যকে গ্যাসীয় বর্জ্য বলে। কলকারখানা, গাড়ির ইঞ্জিন প্রভৃতির ধোঁয়ার নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের মিশ্রিত দূষিত কণা গ্যাসীয় বর্জ্য।

আমাদের ধারণা, বর্জ্য হলো সেটাই যা অব্যবহারযোগ্য এবং দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজে আসে না। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা যে সকল বর্জ্য ফেলে দিই, তার বেশির ভাগটাই চাইলে পরিশোধন করে আমরা কাজে লাগাতে পারি। তাই সাময়িকভাবে এগুলোকে বর্জ্য বলা হলেও এর বেশিরভাগই আসলে বর্জ্য বা ফেলনা নয়- এগুলোও সম্পদ। যেমন সহজেই আমরা তরকারি ধোয়ার পানি সবজি বাগান বা গাছের গোড়ায় তা ব্যবহার করতে পারি। বর্তমানে পুরনো প্লাস্টিক রিসাইকেল করে নতুন প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। স্বল্প সময় ও অর্থ ব্যয়ে বর্জ্য থেকে সহজেই হস্তশিল্প, বর্জ্য দিয়ে সার ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব। সরকার সম্প্রতি গৃহস্থালি ও শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। বিষক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বর্জ্য পদার্থসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। এর একটি হলো বিষাক্ত বর্জ্য অন্যটি বিষহীন বর্জ্য। এসব বর্জ্যের যথাযথ পরিশোধন ব্যবস্থাপনা করার উদ্দেশ্য হলো- বাতাসের দূষণ থেকে রক্ষা, সমস্ত জীবকূলকে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা, পানির দূষণ থেকে সুরক্ষা, জীব বৈচিত্র্য রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষণ রোধ করা। বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাপনা হলো ময়লা বা আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনর্ব্যবহার এবং নিষ্কাশনের একটি সমন্বিত পদ্ধতি। সম্পূর্ণ ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ৩জ নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- বর্জ্য কমানো (Reduce); বর্জ্যকে পুণরায় ব্যবহার (Re-use) এবং দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করি, এসব দ্রব্য ব্যবহারের পর বর্জ্য সৃষ্টি হয়, আবার সেই সেই বর্জ্য থেকে পুণরায় দ্রব্য তৈরি করা হয়। এভাবে চক্রাকারে দ্রব্যকে Recycle করা হয়। সুস্থতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের ৩R নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের আহ্বানে ১৫ অক্টোবর দিনটি সমগ্র বিশ্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশও 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস' পালন করছে। প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। দিবসটির সূচনা ২০০৮ সাল থেকে। ওই বছর ১৫ অক্টোবর সুইডেনের স্টোকহোমে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম এ দিবসটি পালন করা হয়। পরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রতি বছর ঐ একই দিনে দিবসটি পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২ এর মূল প্রতিপাদ্য হলো, "হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক হই"। হাত ধোয়াকে জীবন যাপনের অংশ করে নেওয়া অর্থাৎ অভ্যস্ত করানোর লক্ষ্যে পালিত হয়ে আসছে দিবসটি। হাত ধোয়ার সুফল সম্পর্কে মানুষকে জানানো বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গৃহ, অফিস, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, বিদ্যালয় বা অন্যসব প্রতিষ্ঠানে বর্জ্যের পরিপূর্ণ ও সমন্বিত ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে আমাদের পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন কাজ করছে। স্যানিটেশন আন্দোলনের ফলে গ্রামে ও শহরে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গ্রামে ও শহরে বিশেষ করে শহরের দরিদ্র এলাকায় ভাল কোন স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ টয়লেট অস্বাস্থ্যকর। শহরের দরিদ্র পরিবারগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও খুবই নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ। ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। একইসাথে হাত ধোয়াসহ খাদ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নিরাপদ পানির সংস্থানেরও কোন বিকল্প নেই। ওয়েভ ফাউন্ডেশন এ লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারকে টিউবওয়েল ও টয়লেট স্থাপনের জন্য অর্থ সংস্থানে সহায়তা প্রদান করছে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত ৩২ হাজারেরও বেশী টিউবওয়েল এবং ৪১ হাজারেরও বেশি টয়লেট স্থাপনের পরিবারসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদান করেছে। এসব ওয়াশ প্রকল্প স্থাপনের জন্য ২০০ কোটি টাকারও অধিক পরিমাণ অর্থ সংস্থানে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মএলাকায় উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা তৈরি ও হাত ধোয়ার চর্চা বৃদ্ধির জন্য উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সংস্থা কাজ করছে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন এ বছর ১০টি উপজেলায় গ্রামীণ পর্যায়ে স্যানিটেশন মাস ও হাত ধোয়া দিবস উদ্‌যাপন করছে। এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কমিউনিটিতে দরিদ্র পরিবারসমূহের বাড়িতে নিরাপদ পানি ও ভাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং নিয়মিত ও যথাযথভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে।